ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (BoT) এর চেয়ারম্যান সম্পৃর্কিত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আইন উপদেষ্টা কতৃক আইনী প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সম্পর্কিত বিভিন্ন সময়ে আদালতের সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

" ড. মকবুল আহম্মেদ খান কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি সিভিল রিভিশন ৬৪০/২০২৫ এবং ৪০৩৫/২০২৫ এবং রীট পিটিশন ১৮৩২২/২০২৫ এবং আহম্মেদ ফরহাদ খান কর্তৃক দায়েরকৃত CPLA No. ১১৩০/২৫, CPLA No. ৩৯৪০/২০২৫ এবং রীট পিটিশন ৫২৮/২০২৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোর্টই ড. মকবুল আহম্মেদ খানকে চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষনা দেয় নাই। ড. মকবুল আহম্মেদের পক্ষে শুধু-সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এর ১৪.১২.২৫ এর রায় পক্ষে আছে যে রায়ে বলেছে সে ১/২ জনকে সাথে নিয়ে as a visitor হিসাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিতে পারিবে কিন্তু ক্যাম্পাসের কোন বিশৃংখল পরিবেশ তৈরী করিতে পারিবে না। এই সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এর আদেশ ব্যতীত অন্য সকল মামলার আদেশ বর্তমান চেয়ারম্যান আহম্মেদ ফরহাদ খানের পক্ষে।

সুতরাং পরবর্তী কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আইনগতভাবে ২৬.১০.২০২৪ তারিখের **Executive Committee/ Board of Trustees** বৈধ এবং আহম্মেদ ফরহাদ খান বৈধ চেয়ারম্যান"।

01.02.26

মামলা সম্পর্কিত আইনী প্রর্কিয়ার ব্যাখ্য বিশ্লেষণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ সম্পর্কিত মামলা মোকদ্দমার সর্বশেষ অবস্থা -

বোর্ড অব ট্রস্টিজ এর বিষয়ে এ পর্যন্ত অত্র ইউনিভার্সিটির সাবেক ভিসি ড. মকবুল আহম্মেদ খান ২টি রিভিশন এবং ১টি রীট পিটিশন দায়ের করেন। অপরপক্ষে BoT এর বর্তমান চেয়ারম্যান আহম্মেদ ফরহাদ খান ১টি রীট পিটিশন দায়ের করেন।

Corporate Chamber:
Room No. 1002, (9th Floor)
Rose View Plaza
185, Elephant Road,
Hatirpool, Dhaka.

High Court Chamber:
Room No. 5027 (Annex)
Supreme Court Bar
Association Building
Supreme Court of Bangladesh.

Judge Court Chamber:
Room No. 07 (5th Floor)
40, Khaja Monjil,
Agarbati goli,
Judge court, Dhaka.

01723-511044, 01722-496402, 01864-754302 counseldelegal@gmail.com www.counseldelegal.com

CamScanner

প্রথমতঃ সিভিল রিভিশন-৬৪০/২০২৫ঃ

বিগত ০২/০৩/২০২৫ তারিখের বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা এর আপীল নং ০৫/২০২৫ মামলার আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ড. মকবুল আহম্মেদ মহামান্য হাইকোর্টে উক্ত সিভিল রিভিশনটি দায়ের করেন। অত্র মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন গত ১২.০৩.২০২৫ তারিখে নিম্নোক্ত Rule Issuing আদেশ দেন-

"The parties are directed to maintain status-quo for a period of 2 (two) months,"

অর্থাৎ সে যে অবস্থায় এবং পদে আছে সে সেই অবস্থায় থাকবে।

গত ১৯.০৩.২০২০ তারিখে আহম্মেদ ফরহাদ খান হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে Civil Petition for Leave to Appeal No. 1130 of 2025 দায়ের করেন। শুনানি শেষে আপীল বিভাগের Judge -in-chamber এর বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হক হাইকোর্টের আদেশকে "Stay" করে দেন। পরবর্তিতে সেটি ০৪/০৮/২০২৫ তারিখে আপীল বিভাগের ফুল কোর্টে শুনানী হয়। ফুল কোর্ট Judge-In-Chamber - এর 'Stay' আদেশ বহাল রাখেন এবং হাইকোর্ট বিভাগকে উক্ত সিভিল রিভিশন ৬৪০/২০২৫ নিষ্পত্তির আদেশ দেন। পরবর্তীতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগরে বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসাইন এর বেঞ্চ বিগত ১.১২.২০২৫ তারিখে উভয় পক্ষকে শুনে Rule discharge করেন এবং পূর্বের দেয়া Status quo আদেশ ও Vacate করেন/তুলে নেন।

ফলাফলঃ ড. মকবুল আহম্মেদ কর্তৃক দায়েরকৃত উক্ত সিভিল রিভিশন ৬৪০/২০২৫ এ তিনি কোন প্রতিকার পাননি। উক্ত সিভিল রিভিশনটি ড. মকবুল আহম্মেদ এর বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়।

Counsel de' Legal Bangladesh Advocates, Barristers & Consultants
01.02.26

দ্বিতীয়তঃ সিভিল রিভিশন- ৪০৩৫/২০২৫ ঃ

উক্ত সিভিল রিভিশনটি ড. মকবুল আহম্মেদ খান দায়ের করেন। বিজ্ঞ জেলা জজ, ঢাকা এর আপীল নং ১৯৫/২০২৫ এর ২৩.০৭.২০২৫ এর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে ড. মকবুল আহাম্মেদ খান উক্ত সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ মহামান্য হাইকোর্টে দায়ের করেন। বিগত ০৬.১০.২০২৫ তারিখে মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি জনাব শিকদার মাহমুদুর রাজী আদেশ প্রদান করেন যে,

CS CamScanner

"The opposite party No.1 (Mr. Ahmed Forhad Khan) in hereby restrained by an order of injunction from disturbing and obstructing the petitioner (Dr. Mokbul Ahmed Khan) to enter into the university campus, namely European University of Bangladesh for a period of 6 (Six) months."

অর্থাৎ ড. মকবুল আহম্মেদ খানকে হাইকোর্ট ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং সেক্ষেত্রে আহম্মেদ ফরহান খান কোন ধরনের বাধা প্রদান করতে পারিবে না।

মহামান্য হাইকোর্টের ০৬.১০.২০২৫ তারিখের আদেশে সংক্ষুদ্ধ হয়ে আহম্মেদ ফরহান খান মহামান্য আপীল বিভাগে Civil petition for Leave to Appeal No. 3940 of 2025 দায়ের করেন। বিগত ১৫.১০.২০২৫ তারিখে মহামান্য আপীল বিভাগের Judge-in-chamber বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হক হাইকোর্টের ০৬.১০.২০২৫ তারিখের আদেশ "stay" করেন। অর্থাৎ ড. মকবুল আহম্মেদ খানের ক্যাম্পাসে প্রবেশের অনুমতি আর বহাল থাকলো না।

পরবর্তীতে উক্ত CPLA No. 3940 of 2025 মামলাটি ২০.১০.২০২৫ তারিখে প্রধান বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত ফুল কোর্টে শুনানি হয় এবং শুনানি শেষে ফুল কোর্ট ৪ সপ্তাহের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগকে সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ মামলাটি নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ প্রদান করেন।

অতঃপর বিগত ১৪.১২.২০২৫ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব মোঃ জাকির হোসেন সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ নিষ্পত্তি প্রদান করে নিম্নোক্ত রায় প্রদান করেন-

Counsel de' Legal Bangladesh Advocates, Barristers & Consultants
01.02.26

"The petitioner (Dr. Mokbul Ahmed Khan) shall be permitted to visit the university Campus accompanied by one or two persons; provided, however, that the petitioner shall conduct himself in a manner that does not give rise to any adverse or disruptive situation within the Campus."

CamScanner

অর্থাৎ মহামান্য আদালত ড. মকবুল আহম্মেদ খানকে ১/২ জন ব্যক্তিকে নিয়ে ক্যাম্পাস প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন কিন্তু শর্ত হচ্ছে তিনি এমনভাবে প্রবেশ করবেন যাহাতে ক্যাম্পাসে (adverse or disruptive situation) কোন বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি না হয়।

এই সিভিল রিভিশনের রায়ের ৯ নম্বর পাতায় স্পষ্ট বলা হয়েছে "It is noted that the petitioner's (Dr. Mokbul Ahmed Khan's) proposed entry into the university campus is not for official purpose."

অর্থাৎ সে কোন অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করতে ক্যাম্পাসে যাবে না, যাবে শুধু মাত্র as a visitor হিসাবে। এই সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এবং সর্বশেষ আদেশ এটিই।

<u>ফলাফলঃ</u> উক্ত সিভিল রিভিশনের আদেশমূলে ড. মকবুল আহম্মেদ খান ১/২ জন ব্যক্তি নিয়ে ক্যাম্পাসে as a visitor প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খল হয় এমন কিছু করতে পারবেন না।

<u>RJSC কর্তৃক ২৫.০১.২০২৬ তারিখে ড. মকবুল আহম্মেদকে চেয়ারম্যান করে ইস্যুকৃত Executive Committee এর বৈধতা ঃ</u>

RJSC কর্তৃক ইস্যুকৃত নতুন Executive Committee আইনগত সম্পূর্ণ অবৈধ কারন RJSC তাদের ইস্যুকৃত নোটিশের ডান পাশে Remarks - এ লিখেছে যে, তারা সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এর ০৬.১০.২৫ এর আদেশবলে ড. মকবুল আহম্মেদকে চেয়ারম্যান হিসাবে রেকর্ড করেছে কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ০৬.১০.২০২৫ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ ১৫.১০.২০২৫ তারিখে মহামান্য আপীল বিভাগের বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হক "Stay" করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ০৬.১০.২৫ তারিখের হাইকোর্টের আদেশের আর কোন কার্যকারিতা নাই। সুতরাং ০৬.১০.২৫ তারিখের সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ মামলার আদেশমূলে RJSC কর্তৃক রেকর্ডকৃত Executive Committee আইনের চোখে সম্পূর্ণ অবৈধ।

Counsel de' Legal Advocates, Barristers & Consultants Bangladesh
01.02.26

CamScanner

বি.দ্র. RJSC একটি রেকর্ড সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান। RJSC কাউকে চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষনা/appointment দিতে পারে না। চেয়ারম্যান ঘোষনা হতে পারে আদালতের রায়ের মাধ্যমে। এখানে আদালতের কোন রায়/ আদেশে ড. মকবুল আহম্মেদকে চেয়ারম্যান ঘোষনা করে নাই। তাই RJSC এর কর্তৃক ইস্যুকৃত নতুন কমিটি শুধুমাত্র একটি মূলহীন কাগজ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

তৃতীয়তঃ রীট পিটিশন ৫২৮/২০২৬ :

এই রীট পিটিশনটি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (BoT) বর্তমান চেয়ারম্যান আহম্মেদ ফারহাদ খান RJSC এর বিরুদ্ধে দায়ের করেন। এই রীট পিটিশনে আহম্মেদ ফরহাদ খান RJSC থেকে ২৫.০১.২০২৬ তারিখে রেকর্ডকৃত নতুন Executive Committee আইনগত অবৈধ দাবী করেন এবং ড. মকবুল আহম্মেদকে চেয়ারম্যান করে ইস্যুকৃত নতুন Executive Committee কে RJSC এর রেকর্ড থেকে মুছে ফেলতে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা করেন। গত ২৮.০১. ২০২৬ তারিখে শুনানি শেষে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি জনাব রাজিক-আল-জলিল এবং বিচারপতি জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম RJSC এর রেজিস্টারকে শোকজ প্রদান করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে ড. মকবুল আহম্মেদকে চেয়ারম্যান করা নতুন ইস্যুকৃত Executive Committee এর ত্রুটিপূর্ণ বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেন।

চতুর্থত ঃ রীট পিটিশন ১৮৩২২/২০২৫ ঃ

ড. মকবুল আহম্মেদ খান এই রীট পিটিশনটি দায়ের করেন। এই রীট পিটিশন তিনি বিগত ২৬.১০.২০২৪ তারিখে আহম্মেদ ফারহাদ খানকে চেয়ারম্যান করে রেকর্ডকৃত Executive Committee বাতিল চেয়ে মাননীয় আদালতের কাছে প্রার্থনা করেন। গত ২৩.১১.২৫ তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব ফয়েজ আহমেদ এবং বিচারপতি জনাব মোঃ মনজুর আলম বিগত ২৬.১০.২০২৪ তারিখে আহম্মেদ ফরহাদ খানকে চেয়ারম্যান করে রেকর্ডকৃত Executive Committee টি ৩ মাসের জন্য স্থগিত করেন।

পরবর্তীতে আহম্মেদ ফরহাদ খান মহামান্য হাইকোর্টের ২৩.১১.২০২৫ তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য আপীল বিভাগে Civil Petition for Leave to Appeal No. 4968 of 2025 দায়ের করেন।

অতঃপর ২৯.১২.২০২৫ তারিখে মহামান্য আপীল বিভাগের Judge. In-chamber বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হক বিগত ২৩.১১.২০২৫ তারিখের হাইকোর্টের আদেশ "Stay" করেন।

অর্থাৎ আহম্মেদ ফরহাদ খানকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (BoT) চেয়ারম্যান করে রেকর্ডকৃত Executive Committee বহাল রাখেন।

Counsel de' Legal * Bangladesh * Advocates, Barristers & Consultants
01.02.26

CamScanner

মতামতঃ

ড. মকবুল আহম্মেদ খান কর্তৃক দায়েরকৃত ২টি সিভিল রিভিশন ৬৪০/২০২৫ এবং ৪০৩৫/২০২৫ এবং রীট পিটিশন ১৮৩২২/২০২৫ এবং আহম্মেদ ফরহাদ খান কর্তৃক দায়েরকৃত CPLA No. ১১৩০/২৫, CPLA No. ৩৯৪০/২০২৫ এবং রীট পিটিশন ৫২৮/২০২৬ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোন কোর্টই ড. মকবুল আহম্মেদ খানকে চেয়ারম্যান হিসাবে ঘোষনা দেয় নাই। ড. মকবুল আহম্মেদের পক্ষে শুধু-সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এর ১৪.১২.২৫ এর রায় পক্ষে আছে যে রায়ে বলেছে সে ১/২ জনকে সাথে নিয়ে as a visitor হিসাবে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করিতে পারিবে কিন্তু ক্যাম্পাসের কোন বিশৃংখল পরিবেশ তৈরী করিতে পারিবে না। এই সিভিল রিভিশন ৪০৩৫/২০২৫ এর আদেশ ব্যতীত অন্য সকল মামলার আদেশ বর্তমান চেয়ারম্যান আহম্মেদ ফরহাদ খানের পক্ষে।

সুতরাং পরবর্তী কোন আদেশ না আসা পর্যন্ত আইনগত ভাবে গত ২৬.১০.২০২৪ এর **Executive Committee** বৈধ এবং আহম্মেদ ফরহাদ খান বৈধ চেয়ারম্যান।

Regards,

07.02.26

Ziaur Rahman
Barrister-at-Law (Lincoln's Inn, UK)
LL. B(Hon's) & LL.M (DU)
Advocate
Supreme Court of Bangladesh
Room No. 5027, SCBA Annex Building
Bangladesh Supreme Court
Cell: +8801712237915.

Ziaur Rahman
Barrister-at-Law (Lincoln's Inn, UK)
LL.B (Hon's) & LL.M (DU)
Advocate, Supreme Court of Bangladesh
Cell: 01712-23791*

CamScanner

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য ঃ

বিজ্ঞ আইনজীবীর উপরোক্ত আইনগত বিশ্লেষণ বিশ্লেষণ থেকে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডিমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী শান্তিপূর্ণভাবে ক্যাম্পাসে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

উপর্যুক্ত বিষয়টি সকলের অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হলো। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে এ বিষয়ে কোনো প্রকার বিভ্রান্তিকর বা অসত্য বক্তব্য প্রদান থেকে বিরত থাকার জন্যও বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো ।

ড. এস. এম. জোবায়ের এনামুল করিম
রেজিস্ট্রার, ইইউবি

CamScanner